সাধারণ রঙ্গমঞ্চের একশ বছর ও একটি প্রত্যাশা

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশ বলতে এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গকেই ধরতে হবে, যদি তা না হ'তো তবে হয়তো গবেষকদের দায়িত্ব বাড়তে া।শোনা যায়, কলকাতার বাগবাজারে নীলদর্পণ নাটক হ'বার আগেই ঢাকাতে নাকি ঐ ১৮৭২ সালেই মার্চ মাসে টিকিট বিক্রী করে একটা বাংলা নাটকের অভিনয় হয়েছিল, কথাটা সত্যি হ'লে উৎসবের শু অনেক আগেই হ'বার কথা। যাইহে াক ১৯৪৭ সালের খণ্ডিত স্বাধীনতা আমাদের নাট্যবিদ্‌দের শতবর্ষপূর্তির দিনক্ষণ নিয়ে চিন্তা ভাবনার ঝামেলা খানিকটা কমিয়ে দিয়েছে। বাংলা সাধারণ থিয়েটারের 'একশ' বছর বলতে তাই ১৮৭২সালের সাতই ডিসেম্বরের 'নীলদর্পণ' প্রযে াজনাকেই এই শতবর্ষের শুর ক্ষণ বলে ধরে নিতে কোনো অসুবিধে নেই।

বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ তাহলে শতাব্দী পার হ'লো আর তাই আমাদের "কিনা একটা কাণ্ড করেছি" গোছের তুষ্টি তুষ্টি ভাব। একটু বিশ্লেষণ করেই দেখা যাকনা আমাদের কীর্তিগুলো। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চ কথাটা তার আগে একটু স্পষ্ট করা দরকার।

বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় কিন্তু ভারত প্রেমিক লেবেডফের হাতে -- অর্থাৎ আজ থেকে পৌণে দু'শ বছর আগে। ত ারপরে ঘরোয়া পরিবেশে নাটক অভিনয় ঘটেছে অনেকবার বড়ো বড়ো লোকের অঙ্গণে - প্রাঙ্গণে। এই প্রসঙ্গে পাথুরিয়াঘ াটার রাজবাড়ী, শোভাবাজার রাজবাড়ী আর ঠাকুর বাড়ীর কথাই বেশি মনে পড়ে। কিন্তু গিরিশ ঘোষ অমৃত মিত্র, ধর্মদ াস সুর, মুস্তাফী সাহেব আর দীনবন্ধু মিত্র মিলে বাগবাজারে যে কাণ্ডটা ঘটালেন 'তা' আলাদা হয়ে আছে ঐ সাধারণ রঙ্গ মঞ্চ কথাটারই মধ্যে। গিরিশ বাবু অবশ্য প্রথমে দিকে মহাত্মা শিশির কুমারের হস্তক্ষেপে সেই বিবাদ মিটে যায়। রাজব াড়ীর দেউড়ী আর ঠাকুর দালান থেকে মুক্তি দিয়ে থিয়েটারকে সাধারণ মানুষের সামনে দক্ষিণার বিনিময়ে উপস্থিত করার সেই শুভ মুহূর্তটিতেই আমাদের আলোচ্য শতাব্দীর সূত্রপাত। এই ঘটনার পর পরই কলকাতার এখানে ওখানে গড়ে উঠলো থিয়েটার বাড়ী। আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা চলতে লাগলো তীব্রতা নিয়ে আর বাংলাথিয়েটার এগিয়ে চললো গড় গড় করে। ন্যাশানাল, ক্ল্যাসিক, এমারেল্ড, মনমোহন, নাট্যনিকেতন, স্টার, মিনার্ভা, শ্রীরঙ্গম এমনি আরোকতো থিয়েটারব াড়ী উনিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই কলকাতার চেহারা বদলে দিল। সে সব থিয়েটার বাড়ীর কেউ কেউ এমনও নাম বদলে, ভোল পালটে হাজার হাজার রাতের ব্যবসা করছে আবার কেউ কেউ সমাধিতে শুয়ে শুয়ে বুকের ওপর চওড়া পিচঢালা রাস্তায় শহুরে ব্যস্ততার শব্দ শুনছে। গিরিশ ঘোষ, মুস্তাফী সাহেব, অমৃত বসু, অমৃত মিত্র, ধর্মদাস সুর, দানী ঘে াষ, অমর দত্ত, বিনোদিনী,কুসুমকুমারী -- এই সব দুর্ধর্ষ অভিনেতা অভিনেত্রীর অসাধারণ শ্রম আর নিষ্ঠার ওপরে গড়ে উঠলো বাংলা থিয়েটারের সকাল -- শৈশবআর কৈশোর। থিয়েটারের ব্যবসায়িক দিক এঁরা আবিষ্কার করেছিলেন ঠিকই -- কিন্তু থিয়েটার নিয়ে ব্যবসা এঁরা কেউই করে উঠতে পারেন নি। এঁদের অনেকেই থিয়েটার নিয়ে ব্যবসা এঁরা কেউই করে উঠতে পারেন নি। এঁদের অনেকেই থিয়েটারের মালিক ছিলেন --কিন্তু শেষ পর্যন্ত থিয়েটার বাঁচাতে গিয়েই সর্বস্বান্ত হয়েছেন। বুদ্ধিশুদ্ধি এদের আধুনিক সমব্যবসায়ীদের তুলনায় কম ছিল তা মনে হয়না -- কিন্তু মুসকিল বেঁধেছিল অন্যত্র। ব্যবসার থেকে থিয়েটারকে বেশি ভালবেসেই এরা বিপদ ডেকে আনেন। এরফলে পঞ্চাশ বছর আগে আমরা ন াটকের 'লিটারেচার' পেয়েছি, অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল অথবা পুষ্করিণীতে রোহিনীকে পেয়েছি। ঐটুকুই আমাদের লাভ

হয়েছিল -- কিন্তু থিয়েটারের বাড়ীগুলোই আয়ু শেষ করে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আজ যদি গিরিশযুগের একটা থিয়েটার ব াড়ী থাকতো যাকে শতাব্দীর ইতিহাসের সাক্ষী করে আমরা আনন্দ পেতাম -- তবে ভালো লাগতো।

গৈরিশ যুগ আমাদের অনেক নাটক দিয়েছে -- আমাদের ব্যক্তিগত অভিনয়ের একটা সুউচচ মানদণ্ড সৃষ্টি করে দিয়েছে। -- - এমনকি আঙ্গিক উপকরণের প্রচণ্ড রিক্ততা সত্ত্বেও বিরাট বৈচিত্র্য এনেছে, কিন্তু সামগ্রিক প্রযোজনার দিকে নজর দেয় নি। এই সিদ্ধান্ত অবশ্য তৎকালীন দর্শকদের মন্তব্য ও রচনা থেকেই গৃহীত চাক্ষুষ দেখার সুযোগ তো ঘটে ওঠেনি। কিন্তু নতুন ধারার নতুন নায়ক বাংলা থিয়েটারকে নতুন আলোতে সাজিয়েছেন এই শতকেরই ত্রিশ চল্লিশের দশকে। সেই নায়ক হ'লেন শ্রী শিশির কুমার ভাদুড়ী, সংগে আঙ্গিক সম্রাট শ্রী সতু সেন। নাটক যে শুধু একক অভিনয় ছাড়া আরও অনেক কিছু --- সে কথা স্পষ্ট হলো এর প্রযোজনায়। সমসাময়িক শিল্পীরা হলেন মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভা দেবী, অহীন্দ্র চৌধুরী, শান্তি গুপ্তা, নির্মলেন্দু লাহিনী, সরযুবলা। এদের অনুশীলন, এদের কণ্ঠ, বাংলা থিয়েটারের জন্যে লেখনী নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, শচীনসেনগুপ্ত, মন্মথ রায় প্রমুখ নাট্যকাররা।

কিন্তু সত্তরের দশকে পৌঁছে বাংলা থিয়েটারের জন্যে কাজ করতে করতে মনে হয়-- যে অসাধারণ প্রতিভা আর ক্ষমতা নিয়েবাংলা থিয়েটারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের রাজপুত্র শিশির কুমার তার সবটুকু তিনিকাজে লাগান নি। আমরা জানি আমাদের দেশ, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের বিচার রাজপুত্রকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয় নি -- কিন্তু শিশির কুমারের অসংযমের অধ্যায় আমাদের পীড়িত করে। বাংলা থিয়েটারে এখন যে পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা এসেছে তা আম াদের নিজেদের তৈরী; অথচ শিশির কুমারের হাতেই সেই পথনির্দেশ বাঞ্ছিত ছিল। আধুনিক থিয়েটারের অনুরূপ অসংযম তথা তদধিক লাম্পট্য নেই -- একথা বলছিনা; কিন্তু এরা তো কেউ শিশির কুমার নন -- তাই আমাদের প্রত্যাশ াও এদের কাছে অনেক কম।

যাক্ সে কথা পরের অধ্যায় ফিরে আসি। শিশিরযুগ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন বাংলা থিয়েটারে যাঁরা নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলন --- তাঁরা কিন্তু ব্যবসায়িক মঞ্চের লোক নন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ অর্থাৎ পাবলিক থিয়েটারের তখন খুবই দুরবস্থা। এখানকার স্টারে এর কিছুদিন পরে 'শ্যামলী' ও রঙমহলে 'উল্কা' বেশ জনপ্রিয় হয় একথা ঠিক; কিন্তু বাংল া থিয়েটার নতুন জীবন পেয়েছে আই, পি, টি, এর হাতে। আই, পি, টি, এর নিজের কোনো থিয়েটার বাড়ী ছিল না; কিন্তু সাম্প্রতিক থিয়েটারে সমস্ত কর্ণধারদের একত্র সমাবেশে আই, পি, টি, এ তখন নাট্যসংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, ঋত্বিক ঘটক, নিবেদিতা দাস, তাপস সেন প্রমুখ শিল্পীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আত্মিয়তায় আই, পি, টি, এ-তে তখন মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি। আজ থেকে প্রায় ছাবিবশ বছর আগে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' ও 'জবানবন্দী'তে এঁদের স্বপ্ন আর ধ্যান - ধারণা যখন প্রথম রূপ পেলো --তখন সেই শুভমুহূর্তকে আধুনিক বাংলা থিয়েটারের জন্মক্ষণ বলতে কেউ দ্বিধা করেন নি। বাংলা ন াটকের এগিয়ে চলার কৃতিত্ব এরপর থেকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে অপেশাদার থিয়েটার দলগুলোও ভাগ করে নিল। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় পরবর্তী কয়েক বছর যে গ্রুপ থিয়েটারগুলি বাংলা দেশে জন্ম নিল -- ব াংলা নাটককে তারা যতো বেশী করে সামনের দিকে ঠেলে দিতে চাইলো -- সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ব্যবসায়ী মালিকেরা ততই তাতে পেছনে টেনে রাখতে লাগলো। তা' না হ'লে ইতিহাসে যে সিরাজের মৃত্যু হয়েছিল মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সেই চরিত্রে রূপ দেবার জন্য তার দ্বিগুণ বয়সেরস্ফীতকায় অভিনেতা নির্বাচনের প্রয়োজন হয় কেন? কেনই বা প্রয়োজন হয় অশ্লীল নাচ, রেলগাড়ির ম্যাজিক, আর ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়ার মত ন্যাকান্যাকা প্রেমের উপন্যাসগুলোকে নাট্যরূপ দেবার?

কাজেই একশ' বছরের বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের যৌবন পর্বটুকু আমরা গ্রুপ থিয়েটারের আলোচনাতেই আটকে রা খি। আই, পি, টি এর 'নবান্ন' - তে যে অধ্যায় শু, বহুরূপীর 'রক্তকরবী' - তে অধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা, এ, টু, জির 'কল্লোল' দিয়ে যে অধ্যায়ের সোপান প্রস্তুতি, আর নান্দীকারের 'তিন পয়সার পালা'তে যে অধ্যায়ের আরোহণপর্ব তাকে চৌরঙ্গীর রঙ্গ ব া শ্রেয়সীর ন্যাকামি দিয়ে মসীলিপ্ত করতে ইচ্ছে হয় না।

বহুরূপী তৈরী হয়েছিল আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে -- মহর্ষি ও গঙ্গাপদ বসুর পৃষ্ঠপোষকতার এবং শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে। 'পথিক', ছেঁড়াতার', 'উলু - খাগড়া', 'চার - অধ্যায়', 'দশচক্র', 'বিভাব', 'রক্তকরবী', 'বিসর্জন', 'মুক্তধারা', 'রাজা',

‘ওয়েদিপাউস’, ‘পুতুল খেলা’, ‘ডাকঘর’, ‘কিম্বদন্তী’, ‘পাগলা ঘোড়া’, ‘চোপ্ আদালত চলছে’ -- ইত্যাদি হ’লো বহুর পীর একের পর এক সার্থক প্রযোজনা। বহুরূপীর প্রযোজনার মানের কাছাকাছি তথাকথিত সাধারণ রঙ্গমঞ্চ দূরে থাক অন্য কোনো গ্রুপ থিয়েটারও পৌঁছতে পারেনি। অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস্ মঞ্চে এঁদের নিয়মিত অভিনয় দেখে বোঝা যায় -- দর্শক চরিত্রের কতোটা বদল সম্ভব হয়েছে। প্রায় একই চেহারা পাওয়া যায় নান্দীকারের রঙ্গনা রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয়ে। মাত্র একযুগ আগে তৈরী হ’লেও ‘নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র’, ‘মঞ্জরী আমের মঞ্জরী’, শের আফগান’, ‘যখন একা’, ‘তিনপয়সার পালা’, ‘বীতংস’ -- ইত্যাদি নাটকের ক্রমাগত অভিনয়ে নান্দীকার সম্ভবত ভারতবর্ষের ব্যস্ততম দল। পৃথিবীর কীর্তিমান নাট্যকারদের নাটকের ভাবানুসরণেই এঁদের অধিকাংশ প্রযোজনা। ব্যবসায়িকরঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এদের প্রতিযোগিতা চলছে দেড় বছরেরও ওপর। লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ তো অনেকদিন রাজত্ব করলেন মিনার্ভায়, এখানেই আমরা দেখেছি ‘কল্লোল’, ‘অঙ্গার’, ‘ফেরারী ফৌজ’, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, ‘মানুষের অধিকার’ আর ‘তীর’। শৌভনিকআর একটি থিয়েটারের দল -- যাদের বিরাট কীর্তি হ’ল ‘মুক্ত অঙ্গনে’র প্রতিষ্ঠা। কত নাটুকে দলের প্রাথমিক অবসাদ মুক্তি এই মুক্ত অঙ্গন মারফৎ ঘটেছে তার আর শেষ নেই। রূপকার, নান্দীকার, চলাচল। থিয়েটার ওয়ার্কশপ, থিয়েটার গিল্ড, চতুরঙ্গ ইত্যাদি বহু বহুগ্রুপ থিয়েটারই তাই শৌভনিকের কাছে ঋণী।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ‘একশ’ বছরের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম অধ্যায় হ’ল এই শেষের পঁচিশটা বছর। আমাদের সমস্যাকন্টকিত সরকার এদেশের নাট্যশিল্পকে বাঁচাবার জন্যে পৃষ্ঠপোষকতা করার সুযোগ পায়নি। কৃষ্টির এই বিভাগের যতোটুকু উত্তরণ সম্ভব হয়েছে-- তার প্রায় সবটাই নামী অনামী বাঙ্গালী যৌবনের কীর্তি। কতো শিল্পী এই মিনার গড়ার কাজে শহীদ হয়েছেন তার হিসেব আমরা রাখিনি। উপবাসে, অনাহারে ভেঙ্গে পড়া কতো শিল্পীর দীর্ঘনিশ্বাস এই মিনারের গায়ে শ্যওলা ধরিয়েছে -- তার নির্ভুল অংক বার করা কোনো গণকযন্ত্রেই সম্ভব নয়। কিন্তু তবু কেন বাংলা দেশের এই মহৎ শিল্প তার সঠিক পথে চলতে পারছেন না? নাটকে বিজন ভট্টাচার্য আছেন-- এসেছেন বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকে। কিন্তু কোথায় সেই নাটক যা দেখলে, পড়লে আমরা আমাদের দেশকে চিনতে পারবো? বুঝতে পারবো? য়ুরোপীয় ধারার নাট্য ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে নতুনের দরজা আমরা কবে খুলতে পারবো? আমরা জানি -- আমাদের শক্তি কম। কোনো গ্রুপ থিয়েটারের এমন ক্ষমতা নেই যে তারা নিজেরাই থিয়েটারের বাড়ী তৈরী করে -- তাতেনিরীক্ষা চালাতে পারেন সাধ্যমত, খুশীমত। জনপ্রিয় সরকার কি একাজে একটু হাত লাগাবেন? রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে কি দরকার ছিল আধকোটি টাকা খরচ করে একটা থিয়েটারের ভাড়াটে বাড়ী বানাবার যার চার ঘন্টার দক্ষিণা চার অংকে পৌঁছে যায়? দিন না একটা জাতীয় নাট্যশালা করে যা’ ছিল শিশির কুমারের স্বপ্ন, কাগজে অনুরূপ সরকারী পরিকল্পনার ঘোষণার খবর পড়ে তো বেশ ভালো লেগেছিল। কিন্তু তারপরেই যে আবার ‘এখানে নয় ওখানে’ ইত্যাদি শব্দ শোনা যাচ্ছে। । যাঁরা স্থান নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরা কি বুঝতে পারছেন না -- কলকাতায় গড়ের মাঠের আয়ু আর বেশিদিন নয়। মাঝের থেকে ‘জাতীয় নাট্যশালা’ - কে গ্রামাঞ্চলে নিয়ে গেলে তাতে কি কিছু কাজ হ’বে -- ঐ জায়গাতেই আরেকটা বাড়ী উঠবে। হয়তো আপাতত নয় -- কিন্তু দু’দশ বছর পরে? কাজেই ওসব চীৎকার বন্ধ রাখুন। শ্রীশম্ভু মিত্রকে কিংবা যোগ্যতর (অবশ্য আর কেউ যোগ্যতর বলে আমার মনে হয়না) কাউকে আচার্য করে একটা থিয়েটার বাড়ী তৈরী করে দিলে -- ভবিষ্যতের নাটুকে ছেলেদের তবু কিছু বলতে পারা যাবে। বলা যাবে ভারতবর্ষকে অনুসন্ধান করার জন্যে এই শিল্পালয় -- এর প্রতিটি ইঁটে একশ বছরের আত্মানুসন্ধানের অভীপ্সা লুকানো আছে -- তোমরা এই বাড়ীর উত্তরাধিকারী --সেউ আত্মার আবিষ্কারের কাজ তোমরা অক্ষুন্ন রেখো।

শিশিরকুমারকে হারিয়েছি -- ঐ মহানায়কের জাতীয় নাট্যশালার আক্ষেপ আজও কানকে পীড়িত করে। কিন্তু এখনো সুযোগ আছে -- ঐ মহানায়কের যোগ্যতম উত্তরাধিকার এখন অসাধারণ কর্মঠ। এক’শ বছর পূর্তির পবিত্র মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে কোনো উৎসবের প্রয়োজন নেই -- আছে জাতীয় নাট্যশালার। তা নাহলে অনুরূপ আক্ষেপ দ্বিতীয়বার শোনার আগে ভগবানের কাছে আমাদের বধিরত্ব প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোনো উপায়থাকবে না।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com